অদ্ভুত

(রোহিত নস্কর)

প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা কখনো ভোলার নয়।তা সে ঘটনা খুব হাসির হোক বা খুব কান্নার,খুব দুঃখের বা সুখের অর্থবা ভয়ের বা সাহসের হাজার চেষ্টার করলে ও তাকে মুছে ফেলার যায় না মন থেকে।এই সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে তো এত বড় জীবনকে অতি বাহিত করি আমরা।এই ঘটনা গুলি তো আমাদের শেখায় কি ভাবে সাবধানে পথ চলতে হয় না হলে যে এর পরিনাম ভয়ানক ও হতে পারে।আমি ও এই রকম একটি ঘটনা সমুখীন হয়েছিলাম তা প্রায় বছর ছয়েক আগে.।তাহলে গল্পটা বলা যাক------

আমি প্রবাল মন্ডল, পলাশ ডাঙ্গার বিদ্যাসাগর হাই স্কুলের একাদ্বশ শ্রেনির ছাত্র আমি।বাবার একটি ছোট মুদির দোকান আছে।বাড়িতে আমি বড় আর একটা ছোট বোন আছে পঞ্চম শ্রেনির ছাত্রী সে।আমার দুই বন্ধু ছিল কেষ্টা হালদার আর শিবু দাস। আমরা তিন ভীষন ভাল বন্ধু সে ছোট বেলা থেকে। ঘটনাটি যে সময় ঘটে সে সময়টা ছিল শীতকাল।আমি আর শিবু শীতের নরম রৌদ্র বসে বসে গল্প করছি হঠাৎ সেখানে উপস্হিত হল কেষ্টা।দেরিতে আসতে দেখে শিবু ওকে জিজ্ঞাসা করলো কিরে তুই দেরি করলি যে কি ব্যাপার রে তোর কেষ্টা? কেষ্টা বললো- বলছি ভাই বলছি সব।তাল বাগানে মাঠে বিরাট বিচিত্রা অনুষ্ঠান আজ তোরা কি জানিস? আমরা বললাম না তো? আমি বললাম তুই কি জানলি রে? কেষ্টা বললো-বাবার হাটে. গিয়ে ছিলো হাটের লোকজনরা বলছিলো? বাড়িতে মাকে বলছিল বাবা তখনি আমি শুনলাম এই জন্যই দেরী হল।জানিস বাবা এও বলছিলো সব নামি-দামি গায়ক-গায়িকারা নাকি আসছে। শিবু বললো তাহলে যাবি নাকি তোরা ?কেষ্টা বললো আমার ইচ্ছে আছে কিন্তু প্রবাল তুই? আমি বললাম তোরা যাবি আর আমি যাবো না তা হতে পারে তোরা বল দেখি? শিবু জিজ্ঞাসা করলো বাড়িতে বললে যেতে দেবে তোকে? আমি বললাম না যেতে দেবে না।কেষ্টা বললো তাহলে যাবি কি করে ? আমি বললাম না বলে যাবো।সবাই শুয়ে পড়ার পড়ে। শিবু বললো তাহলে সময় বল কখন সবাই বেড়াবি।কেষ্টা বললো রাত ৯:৩০টা বালতি পুকুর সামনে আপেক্ষা করবো।সবাই ওখানে দেখা হবে,এই বলে যে যার বাড়ি ফিরে আসলাম।

রাতে খাওয়া দাওয়া করে চুপ করে শুয়ে আছি। আর আপেক্ষা করছি ঘরের বাতিটি নেভার। ৯:৩০টা কখন বেজে গেছে ওরা না আপেক্ষা করতে করতে চলে যায়।তাহলে তো কতো বড়ো অনুষ্ঠান হাত ছাড়া করবো আমি।তার উপর কাল যখন ওরা আমার সামনে বলবে এ এসেছিলো ও এসেছিলো আমি তখন ছোট হয়ে যাবো এই রকম বিভিন্ন কথা ভাবছি হঠাৎ ঘরের বাতিটি নিভে যায় বুঝতে পারি সবাই শুয়ে পড়েছে।তাই আর দেরি না করে শীতের পোষাকটি গায়ে জড়িয়ে বেড়িয়ে পড়ি।বেড়িয়ে দেখি চারদিক শুধু ঘন কুয়াশায় আর অন্ধকারে ঢাকা ঠিক মত রাস্তা অবধি দেখা যাচ্ছে না।তেমনি হাঁড় কাঁপুনি ঠান্ডা।তবু আমি জোড়ে পা চালিয়ে এগিয়ে যাই বালতি পুকুরের দিকে।সেখানে গিয়ে দেখি শিবু আর কেষ্টা আপেক্ষা করছে আমার জন্য।আমাকে দেখে কেষ্টা বললো কি রে এত দেরি করলি যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি এরপর তো ঠান্ডায় নিমোনিয়ায় মরতাম।রাগ করিস না তোরা আসলে সবাই না শুলে বেড়াতে পার্‌ছিলাম ভাই।শিবু বললো চল চল আর দেরি করিস না অনেকটা যেতে হবে।তাড়াতাড়ি চল তোরা।তালবাগান মাঠে যেতে হলে খালের পাশ থেকে যেতে হয়।রাস্তাটি ছিল অস ব বাজে রাস্তা।পুরো রাস্তাটি ছিল উচু,নিচু খালা তাই একটু

এদিক ওদিক হলেই নয় হাত-পা ভাঙতে হবে না হয় সোজা খালে।যাইহোক আমাদের তিনজনের ওদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই কেননা তালবাগানের মাঠ ওখান থেকে এখনো প্রায় আধ ঘন্টার পথ।জোরে জোরে হাটতে লাগলাম্ খালের রাস্তা ছেড়ে তালবাগানের বড় উড়তেই কানে আসতে লাগলো অনুষ্ঠানের আওয়াজ।আরো জোরে হাটতে লাগলাম।পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌছে যায় তালবাগানের মাঠে।গিয়ে দেখি যেন মেলা বসেছে যেন ওখানে।লোকে গিচ গিচ করছে।একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ি তিন জনে মিলে।একে পর এক শিল্পীরা তাদের প্রতিভার প্রদর্শন করে যাচ্ছে ওরা কেউ গানের মাধ্যমে তো কেউ বা নাচের মাধ্যমে এই ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের প্রতিভার সাক্ষী হচ্ছি আমরা।সত্যি কথা বলতে এই রকম অনুষ্ঠান খুব কমই গ্রাম বাংলায় হয়।যাইহোক দেখতে দেখতে অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়।আমি বললাম চল এবার ওটা যাক ভোর হয়ে এল এবার বাড়িতে কেউ ওটার আগে ঘরে ঢুকতে হবে না বাবা পিঠের ছাল তুলে দেবে আমার কথা ওরা সাই দিল কারণ ওটা আমার মত না জানিয়ে এসেছে তাই আর দেরি না করে বেরি.য়ে

পড়লাম।আমরা অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং হাঁটতে লাগলাম।ভোর হয়ে আসার সত্যেও রাতের অন্ধকার আর কুয়াশা তখনো কাটেনি।তবে মাঝে মধ্যে কাক আর কিছু পাখি আপন মনে ডেকে যাচ্ছে।আমাদের কানে তখনো অনুষ্ঠানের শব্দ কানে আসছে।আমরা তিন জন অনুষ্ঠান বিষয়ে কথা বলতে বলতে বড় রাস্তা ছেড়ে খালে রাস্তা ধরলাম এবং ভেসে আসা অনুষ্ঠানের শব্দ ও এবার আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।এখন শুধু মাত্র কাক,পাখি শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।শিবু বলতে লাগলো ভোর তো প্রায় হয়ে এল তাড়াতাড়ি পা চালা ভাই বাড়ি কেউ উঠে পড়ে তাহলে আর রেহাই নেয়।আমি বললাম হ্যাঁ এই তো আর মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।হাঁটতে হাঁটতে কেষ্টা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শিবু বললো এই কি রে তুই দাঁড়িয়ে গেলি কেন রে?কেষ্টা কাঁপা গলায় বললো ভাই কারোর কান্নার শব্দ এলো।শিবু বললো সারা রাত ঘুম না হলে এমন অনেক শব্দ শোনা যায়।এখন তোর ঘুমের প্রয়োজন তাই বলছি তাড়াতাড়ি চল।কেষ্টা বললো না পরিষ্কার শুনেছি। এই কথা শেষ হতে না হতেই সত্যি এবার আমরাও সেই শব্দ পেলাম তবে সেটা কান্নার নয় গোগানির শব্দ।এবার রিতিমত তিন জনেই পেয়ে গেলাম।পরস্পর পরস্পরের হাত গুলি শক্ত ধরলাম।কেষ্টা হাত চেপে ধরে বললো ভাই কি.....কি.....কি কিসের শব্দ বলতো।শিবু একটু ধরা গলায় বললো ও কিছু না কুকুর টুকুর হবে হয়তো।ভয় পাওয়ার কিছু নেই।কেষ্টা বললো তুই কি ভুলে গেলি এই খালে কতো মানুষ মারা গেছে।এই কথা শোনার পর আমার মধ্যে যেন ভয়ের বাসা বাধে।এদিকে সেই শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতরো হয়ে উঠতে লাগলো আর আমার সারা শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে উঠে।বুকের ধমনি ক্রমাগত ওঠানামা করতে লাগলো।মাঝে মধ্যে কেষ্টা বলতে লাগলো আমরা আর কেউ বাঁচবো না। কারণ এ কোন অপদেবতাই হবে।শীতের ওই কনকনে ঠান্ডাতে ও সারাশরীর ঘামতে লাগলো।আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তুমি যে হও আমাদের সামনে এসো না আর ক্ষতি করো না ওনা কি আমার কথায় কিছু যায় আসে তাই এবার তার দেখা পেলাম আমরা।কুয়াশার মধ্যে থেকে হালকা হালকা দেখা পাওয়া যাচ্ছে তার কি ভয়ানক তার চেহারা।আমি আর হাঁটতে পাচ্ছি না সারা শরীর যেন কারো বশে আমার।পা দুটো কেউ বেধেঁ দিচ্ছে কিছু দিয়ে।এবার পুরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা কেষ্টা এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না ভূ.....ভূ....ভূ....ত বলে চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে।আমি ও আমার মৃত্যুকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।আমি আর শিবু দুজন দুজনের হাত শক্ত করে ধরে আছি।আস্তে আস্তে অপদেবতা পুরো কাছে চলে আসে।আমি চিৎকার করতে চাই কিন্তু পারছি না মনে কেউ আমার গলা চেপে ধরে আসে আর দৌড়ে পালাতে পাচ্ছি না কেউ আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে।ভয়ে আমার দুই চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগলো।এবার দেখতে পেলাম ভয়ানক চেহারা মুখ থেকে রক্ত ধরছে আর কি বিচ্ছি গন্ধ বের চারদিক সে কাছে আসতেই।আমি এবার চিৎকার করতে শুরু করি বাঁচাও বাঁচাও ভূত ভূত ভূত।

প্রবাল এই প্রবাল উঠে পড় বাবা আমার এই রকম মহিলা কন্ঠ তো আমার মায়ের।আমি থতমত হয়ে উঠে বসি।একি আমি বেঁচে আছি কি করে।আর আমি বাড়িতে বা এলাম কি করে?চারদিক চেয়ে মা,বাবা,বোন আর পশের বাড়ির সব লোক জনের ভিড়।সবাই কে দেখে আবাক হয়ে যাই ।সব চেয়ে বেশি হয়ে যাই শিবু দেখে যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অক্ষত অবস্থায়।শিবু হাঁসতে হাঁসতে আমার পাশে এসে বসলো।তারপর ভাবছিস কি করে বেঁচে গেলাম তাই না।আমি বললাম হ্যাঁ কি করে?তারপর শিবু যা বললো তা আজও ভুলিনি আমি।ও যা বললো-আমরা কাল রাতে যে ভূত দেখে ছিলাম ও হল গোপাল খুঁড়োর মা।আমি বললাম মানে সে তো বেঁচে আছে।শিবু বললো হ্যাঁ জানি তো।গোপাল খুঁড়োর মা রোজ ভোরে স্নান করতে যায় বালতি পুকুরে কিন্তু ঘন কুয়াশা থাকায় বালতি পুকুরে পরির্বতে বালতি পুকুরের পাশের পচা পুকুরটিতে নেমে যায়।এর ফলে পচা জল আর ঠান্ডায় বুড়িমা ওই রকম গোগানি শব্দ করতে থাকে।আমি বললাম ওই যে রক্ত আর পচা গন্ধটা?দূর ও তো বুড়িমার পানের পিক আর পচা গন্ধটা তো পচা পুকুরে পড়ে যাওয়ায় পচা জলের গন্ধ।সব শুনে হাঁসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছিলাম না।সেই সময় নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল আমার।হঠাৎ কেষ্টা কথা মনে পড়লো শিবু বললাম কেষ্টা কেমন আছে রে শিবু? শিবু বললো-বেটা এত কিছু হওয়ার পর ও বলছে কই আমি তো ভয়ে অজ্ঞান হয়নি ও তো আমার পেশার কম তো সারারাত জেগেছি বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।আর ওটা যে গোপাল খুঁড়োর মা আগে থেকে জানতাম।এই কথা শুনে আমি,শিবু আর ঘরে থাকা সকলে হোঃ হোঃ হোঃ করে হেঁসে ওঠে।

সমাপ্ত